

222685 - জুমার রাত যদি বেজোড় তারিখে পড়ে- তাহলে কি সেটা কদরের রাত?

প্রশ্ন

এ বছরের সাতাশে রমযান জুমাবারে হবে। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “রম্যানের শেষ দশকের বেজোড় কোন রাত যদি জুমাবারে পড়ে তাহলে সে রাত্রি লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক”— এ কথা কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

উল্লেখিত উক্তিটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উক্তি হিসেবে আমরা পাইনি। বরং ইবনে রজব আল-হাস্বলি (রহঃ) এ উক্তিটি ইবনে হুবাইরা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: “যদি রম্যানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত শুক্রবারের রাত হয় তাহলে সেটি লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক” [ইবনে রজব লিখিত ‘লাতায়েফুলা মাআরিফ’ পৃষ্ঠা-২০৩]

এ উক্তিটির প্রবক্তা এ ভিত্তিতে কথাটি বলেছেন যে, শুক্রবারের রাত হচ্ছে- সপ্তাহের সবচেয়ে উত্তম রাত। তাই রম্যানের শেষ দশকের বেজোড় কোন রাত যদি শুক্রবার রাতে পড়ে তাহলে সেটি লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে, এ অভিমতটির পক্ষে আমরা কোন হাদিস কিংবা সাহাবীদের কোন বক্তব্য পাইনি। হাদিস থেকে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, লাইলাতুল কদর রম্যানের শেষ দশদিনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। শেষ দশদিনের বেজোড় রাতগুলো লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর এ রাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় রাত হচ্ছে- সাতাশে রম্যান; তবে সুনিশ্চিত করার সুযোগ নেই যে, এটাই লাইলাতুল কদর।

মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে শেষ দশদিনের প্রতিরাতে লাইলাতুল কদর অঙ্গে সচেষ্ট হওয়া।

শাইখ সুলাইমান আল-মাজেদ (হাফিয়াহল্লাহ) বলেন: “শরিয়তের এমন কোন দলিল আমাদের জানা নেই যে, শুক্রবার রাত বেজোড় রাত হলে সেটি লাইলাতুল কদর হবে অতএব, এ ধরণের কোন নিশ্চয়তা দেয়া কিংবা এ অভিমতের শুद্ধতায় বিশ্বাস করা— ঠিক হবে না। বরং শরিয়তের বিধান হচ্ছে— শেষ দশরাত্রিতে লাইলাতুল কদর অঙ্গে সচেষ্ট থাকা। যে ব্যক্তি শেষ দশরাতের প্রতিটি রাতে আমল করবে এটা নিশ্চিত যে, সে লাইলাতুল কদর পাবে। আল্লাহই তাল জানেন।”[সমাপ্ত]

হাফেয় ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: “লাইলাতুল কদর রম্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরপর রম্যানের শেষ দশদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার শেষ দশদিনের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সুনির্দিষ্ট কোন রাতের মধ্যে নয়। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো সম্মিলিতভাবে এ অর্থই প্রমাণ করে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: “উবাই বিন কাব (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, তিনি হলফ করে বলতেন: লাইলাতুল কন্দর হচ্ছে—
সাতাশে রমযান”। এ মাসযালার অনেক অভিমতের মধ্যে এটিও একটি। তবে, অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে— এটি রমযানের
শেষ দশরাতের অজ্ঞাত কোন এক রাত। এ দশরাতের মধ্যে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক হচ্ছে— বেজোড় রাতগুলো। বেজোড় রাতগুলোর
মধ্যে অধিক আশাব্যঞ্জক হচ্ছে— ২৭ রমযান, ২৩ রমযান ও ২১ রমযান। অধিকাংশ আলেমের মতে, এটি নির্দিষ্ট কোন একটি রাত;
আবর্তিত হয় না। কিন্তু, সুক্ষ্মদর্শী আলেমদের মতে, লাইলাতুল কন্দর আবর্তিত হয়। কোন বছর ২৭ শে রমযান, কোন বছর ২৩
রমযান এবং কোন বছর ২১ শে রমযান কিংবা অন্য কোন রাত। এ মতটির মাধ্যমে বিপরীতমুখী সবগুলো হাদিসের মাঝে সমন্বয়
করা যায়।”

[ইমাম নববীর ‘শারহ সহিহ মুসলিম’ (৬/৪৫) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে নং [50693](#) প্রশ্নের দেখা যেতে পারে।

আশ্বাহই ভাল জানেন।